মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট

উপসচিব
বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোবা: ০১৭৪০-৬২৫৭৪০
ইমেইল: prompa6@gmail.com
ওয়েব সাইটঃ www.mpa.gov.bd

"সংবাদ বিজ্ঞপ্তি"

"মোংলা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির বিষয়ে মতবিনিময় সভা"

০৫ জুলাই, ২০২৩ খ্রি. তারিখ বেলা ১২:০০ ঘটিকায় হোটেল সিটি ইন লি., সভাকক্ষ, খুলনাতে মোংলা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্দর ব্যবহারকারীদের সাথে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী, চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, সভাপতিত্ব করেন ক্যাপ্টেন মো: আসাদুজ্জামান, সদস্য (হারবার ও মেরিন), মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন , এস কে আফিল উদ্দিন (এমপি), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এ্যাসোসিয়েশন, মোহাম্মদ নেয়াজুর রহমান, কমিশনার, মোংলা কাস্টম হাউজ, মোংলা, সৈয়দ আলী, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট এ্যাসোসিয়েশন (বিজেএ), শেখ মো: আব্দুল বাকী, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন, এস আহমেদ মজুমদার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন, সরোয়ার এহসান জিয়া, কো-চেয়ারম্যান, খুলনা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, মাহমুদ করিম, কান্ট্রি অপারেশন ম্যানেজার (মার্কস বাংলাদেশ লি.), মো: শাহিন কবির, চিফ কমার্শিয়াল অফিসার (সিএমএ-সিজিএম), মো: মাসুদুর রহমান, ম্যানেজার (পিআইএল বিডি লি.), আনিস উদ দৌলা, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (এইচ আর লাইন্স লি:), হাবিবুল ইসলাম, অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক (বিজিএমইএ), আব্দুল বারেক খান মহাসচিব, (বিজেএমএ)সহ অন্যান্য বন্দর ব্যবহারকারীগন এবং মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে শত শত বছর ধরে চলে আসা সমুদ্র বানিজ্য একটি দেশের প্রাণ স্বরুপ আন্তর্জাতিক বানিজ্য সম্প্রসারন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্র বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মোংলা বন্দর খুলনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর তাই দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ বন্দর ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে।

পদ্মা সেতু উদ্বোধনের এক বছরের মধ্যেই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর মোংলা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের মহাকর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। পদ্মা সেতুর কল্যাণে রাজধানীর সব থেকে কাছের বন্দর হওয়ায় মোংলা হয়ে পোশাকশিল্পের বিভিন্ন পণ্যও যাচ্ছে ইউরোপের ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও পোল্যান্ডে। সময়ের সাথে বেড়েছে গাড়ি আমদানি। এ ছাড়া বন্দরের আশপাশে এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা। আমদানি-রপ্তানিতে প্রতিদিনই চাপ বাড়ছে মোংলা বন্দরে। এই চাপ সামলাতে মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। এর অংশ হিসেবে বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য আধুনিক কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ভ্যাসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম প্রবর্তন, সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, কনটেইনার ইয়ার্ড সংস্কার, ও আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিসৃত তেল অপসারণসহ নানা ধরনের অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

মোংলা বন্দরের আধুনিকায়নে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বন্দরের ড্রেজিং ব্যবস্থা উন্নয়নে ৭৯৪ কোটি টাকা (প্রায়) ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে বন্দররের পশুর চ্যানেলের ইনার বারে জয়মণি ঘোল থেকে বন্দর জেটি পর্যন্ত ২৩ কিলোমিটার ড্রেজিং করা হচ্ছে। চ্যানেলটির ড্রেজিংয়ের কাজ শেষ হলে ৯ দশমিক ৫০ মিটার থেকে ১০ মিটার গভীরতার কনটেইনারবাহী জাহাজ সরাসরি জেটিতে ঢুকতে পারবে। বন্দরের কনটেইনার রাখার স্থান বৃদ্ধির জন্য কনটেইনার ইয়ার্ড নির্মান করা হবে। এ ছাড়া মোংলা বন্দরে অবস্থান করা বিদেশি জাহাজে, বন্দর এলাকার শিল্প অঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুপেয় পানির চাহিদা মেটাতে ২৪ কোটি ৭২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য জরুরি বার্তা সেবা কার্যক্রমের উন্নয়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বন্দর চ্যানেলে প্রবেশ করা প্রতিটি জাহাজ তদারকির পাশাপাশি গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা সহজ হবে। পাশাপাশি ৪০১.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মোংলা বন্দরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটির কাজ শেষ হলে বন্দরে চলাচলকারী বিভিন্ন বাল্ক, কনটেইনার, ট্যাংকার ও অন্যান্য জলযান থেকে নিঃসৃত তেল ও পেট্রোলিয়াম বর্জ্যসহ অন্যান্য আবর্জনা সংগ্রহ করা সহজ হবে এবং একই সঙ্গে পশুর চ্যানেল ও বন্দরের আশপাশের নদ-নদীতে বিভিন্ন জাহাজ থেকে নিঃসৃত তেল অপসারণ সহজ হবে। এর ফলে মোংলা বন্দর এলাকায় সামুদ্রিক দূষণ হ্রাসসহ বন্দর ও চ্যানেল এলাকার পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী বলেন, পদ্মা সেতু চালুর পর মোংলা বন্দরের ওপর চাপ বেড়েছে। এই চাপ সামাল দিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে বন্দর উন্নয়নে ৬ হাজার ১৪ কোটি ৬১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ''আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট'' প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ১২টি কম্পোনেন্টের মধ্যে রয়েছে বন্দর জেটিতে ১ ও ২ নম্বর কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ, কনটেইনার হ্যান্ডলিং ইয়ার্ড নির্মাণ, কনটেইনার ডেলিভারি ইয়ার্ড নির্মাণ, ইয়ার্ড শেড, নিরাপত্তা দেয়াল অটোমেশন ও অন্যান্য অবকাঠামোসহ বন্দরের সংরক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ, সার্ভিস ভ্যাসেল জেটি শেড ও অফিস নির্মাণ, বন্দর প্রশাসনিক ভবন সম্প্রসারণ, এমপিএ টাওয়ার, পোর্ট রেসিডেনশিয়াল কমপ্লেক্স কমিউনিটি সুবিধাদি নির্মাণ, ইকুইপমেন্ট ইয়ার্ড, ইকুইপমেন্ট শেড ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ এমটি পুল নির্মাণ, সিগনাল রেড ক্রসিং ও ওভারপাস নির্মাণ, বিনোদন ব্যবস্থাসহ বাঁধ নির্মাণ এবং ৫টি হারবার ক্রাফট কেনা হচ্ছে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় সময় ও যোগাযোগব্যবস্থা সহজ হয়েছে। এতে ব্যবসায়ীরা এখন মোংলা বন্দর ব্যবহারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব ২৬০ কিলোমিটার। পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ঢাকা থেকে মোংলা বন্দরের দূরত্ব এখন ১৭০ কিলোমিটার ফলে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে পণ্য আনা নেয়া করার ক্ষেত্রে বন্দর ব্যবহারকারীদের সময় এবং অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। এ ছাড়া মোংলা বন্দরে জাহাজ হ্যান্ডলিং দ্রুত ও নিরাপদ হওয়ায় বিদেশি ব্যবসায়ীরাও এ বন্দর ব্যবহারে আগ্রহী হওয়ায় এই বন্দরটিতে এখন চাপ বেড়ে চলেছে। পণ্যগুলোকে নিরাপদ নির্বিঘ্নে আমদানি-রপ্তানি করার ক্ষেত্রে মোংলা বন্দরও সার্বিক দিক দিয়ে প্রস্তুত রয়েছে।

১। এছাড়াও অন্যান্য সুবিধার মধ্যে বন্দর জেটিস্থ ওয়্যার হাউজ-বি এর নিচ তলায় অবস্থিত **ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার** হতে ২৪/৭ জেটির অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনাসহ বন্দর ব্যবহারকারীদের দ্রুত ও স্বল্প সময়ে সকল সেবা প্রদান করা হয়।

জেটি/গুদাম/ইয়ার্ড সুবিধাদি নিম্নরূপ:-

বিবরণ	সংখ্যা	মোট ধারণ ক্ষমতা
ক) জেটি	৫টি	প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১৮২ মিটার
খ) ট্রানজিট শেড	৪ টি	৩০,০০০ মেঃ টন (আয়তন ৪৯০৫*৪ =১৯,৬২০ বর্গমিঃ)
গ) স্টাফিং ও আনস্টাফিং শেড	১টি	আয়তন ৪,৭৪৩ বর্গমিটার (প্রায়)
ঘ) ওয়্যারহাউজ	২ টি	৩০,০০০ মেঃ টন (আয়তন ৯৮৬০*২=১৯৭২০ বর্গমিঃ)
ঙ) রেফার প্লাগ পয়েন্ট	১৬০টি	১৬০ টি রেফার কন্টেইনারে এক সংগে বিদ্যুত সংযোগ দেয়া যায়।
চ) কন্টেইনার ইয়ার্ড	৬ টি	আয়তন= ৬৮,৬৬৭ বর্গ মিঃ প্রায় । ৬০০০ (টিইইউএস) কন্টেইনার রাখা যায় (দুই উচ্চতায়)
ছ) কার ইয়ার্ড	২ টি	প্রায় ২০০০ ইউনিট গাড়ী সংরক্ষণ করা যায়।

২. বন্দরে বিদ্যমান কার্গো হ্যান্ডলিং সরঞ্জামাদিঃ

Straddle Carrier, 35,30 & 25 Ton Heavy Duty Forklift, 100,50 & 30Ton Mobile Crane , 45 Ton Reach stacker,18 Ton Variable Reach Truck, 5,3 & 2 Ton Forklift, 9 Ton Empty Container Handler, Terminal Tractor, Dock Side Crane, 100 & 84 Ton Mobile Harbor Crane, 36 Ton Container mover, 42 Ton Variable Reach Truck, 50 Ton Multipurpose crane, Bulldozer , Road Roller, Excavator, Dump Truck = **Total 144 units. উল্লেখ্য** 100 & 84 Ton Mobile Harbor Crane **ব্যবহার করে বন্দরে বর্তমানে গিয়ারহীন জাহাজ অত্যন্ত সফলতার সাথে হ্যান্ডলিং করা হচ্ছে এবং ঘন্টা প্রতি উৎপাদনশীলতা প্রায় ২০/২৫ টি কন্টেইনার।**

৩. প্রধান আমদানি পণ্যঃ খাদ্য শষ্য, সার, গাড়ি, এলপি গ্যাস, স্লাগ, লাইম স্টোন, তেল, জিপসাম, মেশিনারি, কয়লা, সিরামিক সয়েল ,পাথর ইত্যাদি

৪. কন্টেইনারে আমদানি পণ্যঃ ইলেকট্রনিক্স পণ্য, মোবাইল এক্সোসরীজ, ট্রাইসাইকেল পার্টস, ডাল, ক্যালসিয়াম কার্বনেট,পাটজাত পণ্য, খালি গ্যাস সিলিন্ডার, খেলনা, মেশিনারি, রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস, গ্লু এবং মটর পার্টস, লক।

৫. প্রধান রপ্তানি পণ্যঃ পাট,পাটজাত পণ্য, **গার্মেন্টস,** চিংড়ি, সাদা মাছ, শুকানো মাছ, ক্লে টাইলস, কাঁকড়া, মেশিনারি ইত্যাদি। এছাড়া **মোংলা ইপিজেড** হতে বিশ্বের প্রায় ৩৮ টি দেশে পণ্য রপ্তানী হয়। রপ্তানিকৃত পণ্য সমূহ হলো যেমনঃ গার্মেন্টস, কাগজের তৈরি পণ্য, ইলেকট্রনিস্ক পণ্য, ব্যাগ, পাটজাত পণ্য, গাড়ির সিট হিটার, মারবেল টাইলস, হিউম্যান হেয়ার,জিপার, সিগারেট, জ্যাকেট এবং নেট ইত্যাদি।

তারিখ: ০৫ জুলাই, ২০২৩ খ্রি.
স্বাক্ষরিত/-
মো: মাকরুজ্জামান (উপসচিব)